করায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা সাক্ষাৎ ভক্তিতেই শ্রীভগবান্‌কে ভজিতে হইবে—এইপ্রকার বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" —এই ১।২।৬ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অতো বৈ কবয়ো নিত্যং"—এই শ্লোক পর্য্যন্ত ১৭টী শ্লোকে শ্রীসূত মুনির শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমবাক্য হইতে এইরূপই, অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদির নিরপেক্ষা সাক্ষাৎ ভক্তির উপদেশই দেখা যায়— ॥ ৩ ॥

যৎখলু মহাপুরাণারম্ভে পৃষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রসারমৈকান্তিকং শ্রেয়ো ব্রূহীতি তত্রোত্তরং স বৈ ইত্যাদি। যতোধর্ম্মাদধোক্ষজে ভক্তিস্তৎকথাশ্রবণাদিষু রুচির্ভবতি ; ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিত ইত্যাদৌ ব্যতিরেকেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। স বৈ স এব। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণমিতিবক্ষ্যমাণরীত্যা তৎসন্তোষণার্থমেব কৃতোধর্ম্মঃ পরঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ, ন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণোঽপি, বৈমুখ্যাবিশেষাৎ। তথাচ শ্রীনারদবাক্যম্—নৈষ্কর্ম্ম্য-মপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিত মিত্যাদৌ কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণমিতি। অতো বক্ষ্যতে অতঃ পুংভিরিত্যাদি। ততঃ স এবৈকান্তিকং শ্রেয়ঃ ইত্যর্থঃ। অনেন ভক্তেস্তাদৃশধর্ম্মতোঽপ্যতিরিক্তত্বমুক্তম্। তস্যাঃ ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ, স্বতএব সুখরূপত্বাদহৈতুকী-ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা। অপ্রতিহতা তদুপরি সুখদুঃখদপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা চ। জাতায়াং তস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদি-লক্ষণো ভক্তিযোগঃ প্রবর্ত্তিতঃ স্যাৎ। ততশ্চ যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যনুসারেণ ভগবৎস্বরূপাদিজ্ঞানম্ ততোঽন্যত্র বৈরাগ্যঞ্চ তদনুগাম্যেব স্যাদিত্যাহ—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥ ৪ ॥

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীপাদসূত গোস্বামীর চরণে জীবমাত্রের সর্ব্বশাস্ত্রসারার্থ ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি ?—তাহা আমাদের নিকট জানাইবেন—এইরূপ যে প্রশ্নটী করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে, শ্রীপাদসূত গোস্বামীচরণ "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম"—এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অতো বৈ কবয়ো নিত্যং"—এই পর্য্যন্ত ১৭টী শ্লোকে উত্তর দিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! যে অনুষ্ঠিতধর্ম্ম হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজে এবং তাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, সেইটী জীবনমাত্রেরই পরমধর্ম্ম। এস্থলে ভক্তিপদে রুচি অর্থ করিবার অভিপ্রায় এই যে, পরে ব্যতিরেকমুখে (নিষেধমুখে) ধর্ম্মঃ অনুষ্ঠিতঃ পুংসাং এই শ্লোকে বলা হইবে যে, সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম যদি হরি কথায় রুচি উৎপাদন না করে, তবে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র—এইরূপ উল্লেখ করা হইবে বলিয়া ভক্তি শব্দের এখানে রুচি অর্থই সুসঙ্গত। শ্লোকস্থ